দৈনিক সংবাদ
জুলাই ২৯, ২০১০
পৃষ্ঠা - ১ ৩ ২

সংবাদ/২৯.০৭.১০/পৃ. ১৩২

বেসরকারি ভার্সিটিতে ছাত্র অসন্তোষ —

টিউশন ফি নয় প্রতিষ্ঠানের ওপর করারোপ করা যায়

❑ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের অভিমত

রাকিব উদ্দিন

২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর ৪ দশমিক ৫ ভাগ ভ্যাট বা মূসক ধার্য করা হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, 'শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ের ওপর করারোপ করা জরুরি'। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর কর ধার্য করায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বৃদ্ধি করেছে। টিউশন ফি প্রত্যাহারের সুযোগ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদেরকে আন্দোলনে নামিয়ে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াতপন্থি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উস্কানিতে শিক্ষার্থীরা গত সোমবার ও মঙ্গলবার রাজধানীতে আন্দোলনের নামে সড়ক অবরোধ ও গাড়ি ভাঙচুরের তাণ্ডব চালায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

জানা যায়, গত সোমবার ও মঙ্গলবার রাজধানীর আইইউবি, ব্র্যাক, ইস্ট ওয়েস্ট, স্টামফোর্ড, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল, সাউথইস্ট, ইস্টার্ন, ইউআইটিএস, ড্যাফোডিল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, স্টেট ও এশিয়া প্যাসিফিকসহ আরও কয়েকটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা টিউশন ফি'র ওপর থেকে কর প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানীতে তাণ্ডব চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ উস্কানিতে শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর, যানবাহন চলাচলে বাধা ও রাস্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে বলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন।

টিউশন ফি'র ওপর করারোপ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ'কে বলেছেন, 'শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর করারোপ করা কাম্য নয়। যায় : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

সংবাদ/২৯.০৭.১০/পৃ. ১৩২

যায় : করারোপ করা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টিউশন ফি'র ওপর থেকে করারোপ প্রত্যাহারের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে'। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে আন্দোলনের নামে জনদুর্ভোগ না বাড়াতে অনুরোধ করেন'।

ইউজিসি সূত্র জানায়, ১৯৯২ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ, সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং মানোন্নয়ন। নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ব্যবসায়ীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায় করে আসছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়ের উপর সরকারকে কোন কর বা মূসক দিচ্ছে না।

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, যেহেতু উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, সেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর করারোপ করা প্রয়োজন। তাছাড়া সরকার অনুমোদিত ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৮টির সাময়িক অনুমোদনের সময়সীমা গত বছরের আগস্ট মাসেই শেষ হয়ে গেছে। নতুন আইনেও এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তেমন কোন সুযোগ নেই।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সংবাদ'কে বলেছেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের উপর করারোপ করা উচিত, শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর নয়। কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে অপারগ হয়ে শিক্ষার্থীরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের উপর করারোপ করলে কর্তৃপক্ষ কৌশলে তা শিক্ষার্থীদের ওপরই চাপিয়ে দেয়। কাজেই অনুৎপাদনশীল খাতের ওপর করারোপ না করে সরকারকে প্রতিষ্ঠানগুলোর বাণিজ্যিকরণ রোধ করার বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত'।

তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা না বাড়ালে এই সমস্যার সমাধান হবে না। প্রত্যেক জেলায় একটি করে সরকারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলে শিক্ষার্থীরা আর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকবে না'।

অপরদিকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম সংবাদ'কে বলেছেন, 'দেশে যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে, সেগুলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা যাবে না, এগুলো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের যৌক্তিক হারে করারোপ করা উচিত। তবে ছাত্রদের বেতনের উপর করারোপ কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়'।

East west University
EAST WEST UNIVERSITY LIBRARY
43, Mohakhali C/A